সমকাল

তারিখ 22 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর নয়

শিক্ষার্থী নেই, চলতি বছর বন্ধ ৯ শতাধিক

■ সাব্বির নেওয়াজ

নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি আর দিচ্ছে না সরকার। বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয়তাও যাচাই করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণি ও শাখা খোলার অনুমতিও স্থগিত রাখা হয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 'অতি প্রয়োজনীয়' ছাড়া এ ধরনের বেশিরভাগ আবেদনের নথিতেই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত দিচ্ছে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। অবশ্য নতুন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পাঠদানের অনুমতি গ্রহণ থেমে নেই। এ ছাড়া সম্প্রতি জারি করা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নীতিমালায়ও নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন করে ১০ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে বলা হয়েছে, কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেই তাতে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হবে না। তবে পাহাড়ি, চর, দুর্গম অঞ্চলসহ অনগ্রসর যেসব স্থানে শিক্ষা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর নয়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে সরকার তা স্থাপন করে দেবে। কেউ এসব অঞ্চলে বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চাইলে সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে। সরকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজন মনে করলে অনুমোদন দেবে।

সম্প্রতি শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জরিপ পরিচালনা করে। এ জরিপ মতে, চলতি বছর ৯ শতাধিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এর মূল কারণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী না পাওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে এমপিও বন্ধ থাকা। এদিকে গত নভেম্বর মাসে ২১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বন্ধের তালিকায় আছে আরও সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান।

ভুঁইফোড় এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে : ব্যানবেইসের জরিপে প্রাপ্যতার বাইরে প্রচুর প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার তথ্য রয়েছে। দেখা গেছে, বিশেষ করে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা এলাকায় প্রয়োজন বা প্রাপ্যতার চেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি। তাই প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের ব্যাপারে কঠোর হওয়ার জন্য ব্যানবেইস সুপারিশ করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে বলা হয়েছে, যেখানে প্রাপ্যতার তুলনায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম আছে, সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেবে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইসের ইআইআইএন নম্বর দেওয়া হবে না। অভিযোগ রয়েছে, মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের কিছু কর্মকর্তা মোটা অঙ্কের ঘুষের মাধ্যমে প্রাপ্যতার বাইরে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের অনুমোদন দিয়েছেন। প্রভাব খাটিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এমপিওর অপব্যবহারের কারণে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল মুহিত ছয় বছর ধরে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে অর্থ ছাড় দেওয়া বন্ধ রেখেছেন। শিক্ষামন্ত্রী ও এমপিরা নানা দেনদরবার করেও তাকে দিয়ে এমপিওভুক্তিতে অর্থ ছাড় করাতে পারছেন না। এ অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভুঁইফোড় এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা নির্ধারণের জন্য ২০১০ সালে একটি নীতিমালা করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী ১০ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৭৫ হাজার জনসংখ্যার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেওয়ার কথা।

প্রাথমিকের জন্য নতুন ১০ শর্ত : এদিকে গত মঙ্গলবার জারি হওয়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালায় দুই দফায় নতুন ১০টি শর্ত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রাথমিক অনুমতি না পেয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির কোনো বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে না। স্বীকৃতি দিলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়ন প্রকল্পভুক্তি অথবা আর্থিক অনুদান অথবা বেতনের সরকারি অংশ দেওয়ার দায়ভার সরকারের ওপর বর্তাবে না। স্বীকৃতি পাওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবশ্যই পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে হবে। শর্ত ভঙ্গ করা হলে মন্ত্রণালয় যে কোনো সময় স্বীকৃতি বাতিল করতে পারবে। দ্বিতীয় দফার শর্তগুলো হচ্ছে– স্বীকৃতি বা নিবন্ধন পেতে হলে কমপক্ষে একবার অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের অংশ নিতে হবে। অধ্যয়নরত ন্যূনতম ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থীকে অষ্টম শ্রেণি শেষে সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে এবং সেখান থেকে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তিন বছর মেয়াদি প্রাথমিক অনুমতির মেয়াদ শেষে সমাপনী পরীক্ষার ফল, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার, শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি ও বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও শিক্ষা সমাপনী চক্রের হার এবং বিদ্যালয়ে 'আইটি' ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানটিকে পাঁচ বছরের জন্য অস্থায়ী স্বীকৃতি দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে একইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার, সমাপনী ও বার্ষিক পরীক্ষার ফল এবং উদ্ভাবনী চর্চা অর্থাৎ, বিদ্যালয়ের সার্বিক পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অস্থায়ী স্বীকৃতি নবায়ন করতে হবে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, নবায়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

মন্ত্রী ও কর্মকর্তার ভাষ্য : এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'বারবার সতর্ক ও সুযোগ দেওয়ার পরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী পাস করে না বা ভর্তি হতে আগ্রহী নয়, সেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলেও কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।' শিক্ষার মান বাড়াতে ও সুষ্ঠু ধারায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে এ সিদ্ধান্ত নিতে তারা বাধ্য হয়েছেন বলে জানান তিনি।

সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান সমকালকে বলেন, 'যত্রতত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন বন্ধের সরকারের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।' এর আগে যে কেউ ইচ্ছা করলেই সরকারের কিছু শর্ত মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারতেন। পরে উদ্যোক্তারা বোর্ড থেকে পাঠদানের অনুমোদন নিতেন। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা হতো। সম্প্রতি পরিপত্র জারির মাধ্যমে এ সুযোগ বন্ধ হয়েছে।